বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
(বিএফআরআই)

বর্ষ-০৮ সংখ্যা-০৩
জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩

নিউজলেটার

বন ও বনজ সম্পদের গবেষণায় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বিএফআরআই পরিদর্শন

মতবিনিময় সভায় বিএফআরআই এর পক্ষ থেকে সচিব মহোদয়কে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হচ্ছে

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন। এ সময়ে সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম এবং সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব জেসমিন নাহার উপস্থিত ছিলেন। সচিব মহোদয় গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের জার্মপ্লাজম সেন্টার, বীজ বাগান বিভাগের নার্সারি, সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগের নার্সারি, সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগের নার্সারি ও গ্রিনহাউজ এবং বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের জাইলেরিয়াম এবং হারবেরিয়াম পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে সচিব মহোদয় সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগের 'বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব' এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উক্ত ল্যাবে বনজ উদ্ভিদের জিন শনাক্তকরণ, এক্সপ্রেশন, বিশ্লেষণ, জিনোম এডিটিং, ডিএনএ বারকোডিং এবং জিন সিকুয়েন্সিং এর মাধ্যমে বনজ উদ্ভিদের মলিকুলার পর্যায়ে সঠিকভাবে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শনাক্তকরণ এবং একই প্রজাতির অন্যান্য উদ্ভিদ সদস্যদের মধ্যে জাতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন এবং বিবর্তন ধারা নিরূপণ করা সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে জলবায়ু সহিষ্ণু বনজ উদ্ভিদ প্রজাতির উদ্ভাবন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সহজ হবে। সচিব মহোদয় এ রকম যুগোপযোগী ল্যাব প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব বাংলাদেশের বনজ সম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি দেশের মানুষের কল্যাণে কাজে আসবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এরপর তিনি বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ইনস্টিটিউট এর কর্মকর্তাদের সাথে একটি মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। বিএফআরআই এর পরিচালক ড. রফিকুল হায়দারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ। মতবিনিময় সভায় বিএফআরআই এর পরিচিতি ও গবেষণা কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন বিএফআরআই এর পরিচালক

বিএফআরআই এ 'বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব' উদ্বোধন করছেন সচিব মহোদয়

ড. রফিকুল হায়দার। এতে ইনস্টিটিউটের এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত ৯৪টি প্রযুক্তির পরিচিতি এবং গবেষণা কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন বর্তমানে পরিবেশ রক্ষায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা অত্যন্ত প্রয়োজন। টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সাথে সাথে এর মূল্যায়ন জরুরি। জনগণের চাহিদার কথা বিবেচনা করে এবং বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। এ সময়ে বিএফআরআই এর গবেষণা কার্যক্রমে সচিব মহোদয় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

"শুদ্ধাচার প্রয়োগ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিএফআরআই এর পরিচালকসহ উপস্থিত প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

গত ২৮, ২৯ এবং ৩০ মার্চ ২০২৩ খ্রি. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এ 'শুদ্ধাচার প্রয়োগ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা' শীর্ষক তিনটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালাগুলোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. রফিকুল হায়দার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন শুদ্ধাচার প্রশিক্ষণ একটি জাতীয় কর্মসূচি। আমরা যেহেতু চাকুরি করি তাই চাকুরির ক্ষেত্রে সবাইকে শুদ্ধ হতে হবে। শুদ্ধাচার অনুশীলন শুধু প্রতিষ্ঠানের জন্য নয়, জাতীয় এবং ব্যক্তিগত জীবনে শুদ্ধাচারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সততা ও নৈতিকতার অভাবে দেশের সঠিক উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। চারিত্রিক উৎকর্ষের মাধ্যমে সুষ্ঠু ও গতিশীল উন্নয়নের জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। আমরা সবাই যে যার যার অবস্থানে থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। তবেই দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হবে। সততা ও নৈতিকতার মাধ্যমে নিজেদের পরিশুদ্ধ করতে পারলে পরবর্তী প্রজন্ম একটি সত্যিকারের 'সোনার বাংলা' পাবে। তাই সবাইকে এ লক্ষ্যে একযোগে কাজ করতে হবে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পটভূমি, প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের লক্ষ্য এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের পদ্ধতি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও অন্যান্য পদক্ষেপ এবং চ্যালেঞ্জসমূহ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিএফআরআই এর কর্মকৌশল ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. রফিকুল হায়দার এবং বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব অসীম কুমার পাল। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোতে বিএফআরআই এ বিভিন্ন পর্যায়ের ৩০ জন করে কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোর সমন্বয় করেন বিএফআরআই এর পাবলিসিটি অফিসার জনাব এয়াকুব আলী।

যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন এবং আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতার প্রতিকৃতি 'মুজিব চিরন্তন' এ বিএফআরআই এর পরিচালকসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পুষ্পস্তবক অর্পণ

গত ২৬ মার্চ ২০২৩ খ্রি. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পরিচালক ড. রফিকুল হায়দায়ের নেতৃত্বে ইনস্টিটিউটের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এর পরে ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতি 'মুজিব চিরন্তন' এবং ক্যাম্পাস এলাকায় অবস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ সিপাহি মফিজুল ইসলামের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময়ে সমবেত সকলের অংশগ্রহণে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং তাঁর পরিবারসহ মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী সকল শহিদদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। এছাড়াও যাদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি তাঁদের আত্মার শান্তি ও জাতির কল্যাণ কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভায় পরিচালকসহ উপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

এর পরে ইনস্টিটিউটের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিএফআরআই মিলনায়তনে একটি আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এবং বিএফআরআই জামে মসজিদে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। উক্ত আলোচনাসভায় সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন আমরা বাঙালি জাতি হিসেবে অনেক ভাগ্যবান কারণ আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম একটি দেশে বসবাস করার সুযোগ পাচ্ছি। অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এ স্বাধীনতা বৃথা যেতে দেওয়া যাবে না। আমাদের কর্মের মাধ্যমে এ স্বাধীনতার মাহাত্ম্য চির উন্নত রাখতে হবে। তিনি বলেন– সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে এবং ৩০ লক্ষ বীর শহিদ ও দুই লক্ষ মা-বোনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা আমাদের কর্মের মাধ্যমে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। দেশের কল্যাণে কাজ করার জন্য তিনি সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানান। পরিশেষে তিনি বলেন, স্বাধীনতা দিবস শুধু আনুষ্ঠানিকতায় উদ্‌যাপন না করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে গভীর দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে সকলকে দেশ গড়ার কাজে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আত্মনিয়োগ করতে হবে, তবেই স্বাধীনতা দিবসের আয়োজন সার্থকতা পাবে। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিএফআরআই ক্যাম্পাসের বনজ সম্পদ ভবন, প্রশাসনিক ভবন এবং প্রধান ফটকসহ গোলচত্বর এলাকা আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

আন্তর্জাতিক বন দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন

গত ২১ মার্চ ২০২৩ খ্রি. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক বন দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। এবার আন্তর্জাতিক বন দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "Forests and health"। দিবসের শুরুতে আন্তর্জাতিক বন দিবস উপলক্ষ্যে বিএফআরআই এর পরিচালক ড. রফিকুল হায়দারের নেতৃত্বে ইনস্টিটিউট এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। ইনস্টিটিউট এর পরিচালক ড. রফিকুল হায়দারের সঞ্চালনায় সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন) ড. মাহবুবুর রহমান এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউট অফ ফরেস্ট্রি এন্ড এনভারনমেন্টাল সায়েন্সেস, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামাল হোসাইন।

আন্তর্জাতিক বন দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে বিএফআরআই-এর পরিচালকসহ অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনায় ড. মোহাম্মদ কামাল হোসাইন সুস্থ দেহ, সুস্থ মনের জন্য সমৃদ্ধ বনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এফএও এর হিসেবে বিশ্বব্যাপী ২০০০-২০১৫ সময়ে প্রায় ১ দশমিক ৪ শতাংশ বন উজাড় হয়েছে। বাংলাদেশে তা ২ দশমিক ৬ শতাংশ বা বছরে ২ হাজার ৬০০ হেক্টর বন উজাড় হয়। বন বিভাগের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ৪৬ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭০০ একর। সারাদেশে বনের জমি জবরদখল করে রেখেছেন ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৫৬৬ জন। তাঁদের দখলে আছে ২ লক্ষ ৫৭ হাজার ১৫৮ একর বনভূমি। দখলের থাবা থেকে রক্ষা পায়নি সংরক্ষিত বনভূমিও। আমাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে হলে এবং আগামী প্রজন্মকে বাঁচাতে হলে বনকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বন সুস্থ থাকলে, মানুষ সুস্থ থাকবে, পৃথিবী থাকবে বসবাসের উপযোগী। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩ যে ১৭টি গোল এবং ১৬৯টি টার্গেটের কথা বলা হয়েছে, সেখানে ফরেস্ট হেল্‌থ বা সমৃদ্ধ বনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সভাপতির বক্তব্যে ইনস্টিটিউটের পরিচালক বলেন– বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় বনের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশকে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে রক্ষা করে চলেছে সুন্দরবনের গাছপালা। বাংলাদেশ বন ও বনজ সম্পদ উন্নয়নে নিরন্তর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। সময়ের সাথে সংগতি রেখে টেকসই গবেষণা করতে হবে, যা জনকল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এরপর তিনি অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিএফআরআই ক্যাম্পাসে দুর্লভ পাখি মেঘহও মাছরাঙা

বিএফআরআই ক্যাম্পাসে গামার গাছের ডালে বিশ্রামরত মেঘহও মাছরাঙা

আমাদের দেশে যে ১২ প্রজাতির মাছরাঙা পাওয়া যায় তার মধ্যে মেঘহও মাছরাঙা একটি বৃহদাকৃতির নীলডানার মাছরাঙা। এটি বাংলাদেশের দুর্লভ আবাসিক পাখি যার ইংরেজি নাম Stork-billed Kingfisher. Coraciformes বর্গের Alcedinidae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত পাখি যার বৈজ্ঞানিক নাম *Pelargopsis capensis*। মেঘহও মাছরাঙার ঠোঁট বেশ লম্বা ও লাল, ডানার রং উজ্জ্বল নীল, এরা সাধারণত মাছ শিকারি পাখি। প্রাপ্তবয়স্ক পাখির মাথার উপরের অংশ উজ্জ্বল বাদামি রংয়ের হয়। পাখির ঘাড়ে কমলা-হলুদ বলয়ের রং। অবশিষ্ট পুরো পিঠের দিক ও লেজ আকাশী নীল যা ডানার প্রাথমিক পালকের উপর বেশি গাঢ়। পাখির চোখের বলয় লালচে ধরনের,পায়ের রং রক্ত লাল এবং ঠোঁটের ডগা কালচে, পুরুষ ও স্ত্রী পাখি দেখতে একই রকম। পাখিটি উড়ার সময় খুব দ্রুতবেগে উড়ে ও খুব শব্দ করে ডাকে 'মেঘ-হও-মেঘ হও' তাই মাছরাঙার এই প্রজাতির নাম মেঘহও মাছরাঙা ।

মেঘহও মাছরাঙা সাধারণতঃ বনজ পরিবেশের জলাধার, লেক, ছোটো বড়ো আকৃতির পুকুরে একা অথবা জোড়ায় বিচরণ করে। যেকোনো জলাধারের পাশে গাছের উঁচু ডালে বসে থাকে শিকারের আশায়। খাদ্য তালিকায় আছে মাছ,ব্যাঙ,পাখির ছানা, টিকটিকি, কেঁচো। পাখিটি জানুয়ারি হতে সেপ্টেম্বর মাসে জলাশয়ের খাঁড়া পাড়ে অথবা বড়ো গাছের গর্তে বাসা বানায় এবং ডিম পেড়ে প্রজনন সম্পন্ন করে।

উৎস: বন্যপ্রাণী শাখা, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

অফিস ডিজিটাইজেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৩ ও ১৪ মার্চ ২০২৩ খ্রি. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর আওতায় 'অফিস ডিজিটাইজেশন' বিষয়ক দিনব্যাপী দুটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালার প্রথম দিনে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএফআরআই এর বীজ বাগান বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. হাসিনা মরিয়ম এবং দ্বিতীয় দিন সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএফআরআই এর প্রশাসন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান। উভয় প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করেন বিএফআরআই এর 'ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন' টিমের ফোকাল পয়েন্ট জনাব মোঃ জুনায়েদ, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, বন রক্ষণ বিভাগ। উক্ত কর্মশালায় বিএফআরআই এর বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, রিসার্চ অফিসার এবং ফিল্ড স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উক্ত কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অফিস ডিজিটাইজেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ অছিয়র রহমান, সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে; বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপ-আঞ্চলিক পরিচালক জনাব এ.এস.এম. নাজমুল হাছান, ভার্চুয়াল অফিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড অফিস অটোমেশান বিষয়ে এবং বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভলপমেন্ট অথরিটি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসাইন ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

বিএফআরআই-এ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস উদ্‌যাপন

গত ০৭ মার্চ ২০২৩ খ্রি. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউট এর পরিচালক ড. রফিকুল হায়দারের নেতৃত্বে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং প্রশাসনিক ভবনের সামনে স্থাপিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি 'মুজিব চিরন্তন'-এ পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পরে বিএফআরআই মিলনায়তনে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে ইনস্টিটিউট এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর অংশগ্রহণে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে 'মুজিব চিরন্তন' প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

উন্মুক্ত আলোচনায় বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব অসীম কুমার পাল বলেন, ৭ই মার্চের ভাষণ আমাদের উদ্দীপ্ত করেছিল মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে, দেশকে স্বাধীন করতে। সেই ভাষণকে স্মরণ করে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হলে স্বপ্নের সোনার বাংলা অর্জন করা সম্ভব। তাই সেই ভাষণের মর্ম আমাদের সবাইকে অনুধাবন করতে হবে এবং দেশপ্রেম জাগ্রত করে দেশের উন্নয়নে একযোগ কাজ করতে হবে। সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার ড. ওয়াহিদা পারভীন বলেন, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্মক্ষেত্রকে যেন ভালোবাসতে পারি, দেশকে যেন উন্নত করতে পারি, এটাই হবে আমাদের আগামী দিনের প্রার্থনা। সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগের রিসার্চ অফিসার জনাব লায়লা আবেদা আক্তার বলেন, যে নেতার জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। যে ভাষণ শুনলে আজও শিহরণ জাগে। আমরা যেন আমাদের পেশাদার জীবনে এ ভাষণ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। বন রক্ষণ বিভাগের ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর ড. শামীমা নাসরীন বলেন, মার্চ মাসকে বলা হয় অগ্নিঝরা মাস। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের সে অগ্নিঝরা ভাষণ সকল শ্রোতাকে উজ্জীবিত করেছিল। যার ফলে নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে দেশের বিজয় অর্জন সম্ভব হয়েছিল। প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ইউনিটের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার জনাব এম. জহিরুল আলম বলেন, ৩টি ভাষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে বিদায় হজের ভাষণ দ্বিতীয়টি হচ্ছে গেটিসবার্গ স্পিচ এবং তিন নম্বরটি হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ। ৭ই মার্চের ভাষণ বঙ্গমাতার অনুপ্রেরণায় দেওয়া বঙ্গবন্ধুর অলিখিত ভাষণ, যা আজও আমাদের উদ্দীপ্ত করে। বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন) ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান বলেন, বাঙালি জাতি দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন করে। দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক নাম, দিন, ঘটনা আছে। যা আজও বাঙালি জাতিকে অনুপ্রাণিত করে। ৭ই মার্চ তেমন একটি দিন। আর এ দিনের সাথে যার নামটি জড়িত তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বীজ বাগান বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. হাসিনা মরিয়ম বলেন, ৭ই মার্চের ভাষণে উদ্দীপ্ত হয়ে আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে হবে। আজ আমাদের সবাইকে সেই প্রতিজ্ঞা করতে হবে। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, মার্চ মাস বাঙালির ইতিহাসে অগ্নিঝরা মাস হিসেবে খ্যাত। এ ভাষণ বাঙালির ম্যাগনাকার্টা, স্বাধীনতার সনদ, ঐতিহাসিক দলিল। আমাদেরকে এ ভাষণের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দিকে তাকিয়ে আমাদের অনুপ্রেরণা নিতে হবে। যাতে আগামীতে আমরা আমাদের দেশটাকে সত্যিকারের সোনার বাংলায় পরিণত করতে পারি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও শিশু দিবস উপলক্ষ্যে 'মুজিব চিরন্তন' প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও শিশু দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনাসভায় উপস্থিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

গত ১৭ মার্চ ২০২৩ খ্রি. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং প্রশাসনিক ভবনের সামনে স্থাপিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি 'মুজিব চিরন্তন' এ পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এর পরে বিএফআরআই মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিএফআরআই এর পরিচালকের সভাপতিত্বে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মেরামত ও প্রকৌশল বিভাগের রেফ্রিজারেটর মেকানিক জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম; বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের গবেষণা সহকরী (গ্রেড-১) জনাব ছৈয়দুল আলম; বন রক্ষণ বিভাগের ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর ড. শামীমা নাসরিন; সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগের রিসার্চ অফিসার জনাব লায়লা আবেদা আক্তার; কাষ্ঠ সংরক্ষণ বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার জনাব আবদুস সালাম; বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব অসীম কুমার পাল; মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান; বন রক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. আহসানুর রহমান; কাষ্ঠ সংরক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আনিসুর রহমান; কাষ্ঠ কারিগরি ও প্রকৌশল বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব মোঃ আনিসুর রহমান; বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন) ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান; বীজ বাগান বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. হাসিনা মরিয়ম।

সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আজ আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী পালন করছি। এর সাথে জাতীয় শিশু দিবসও পালন করছি। তাঁর সমগ্র জীবন ছিল বাংলা ও বাঙালির জন্য আত্মত্যাগে ভরা। বঙ্গবন্ধু সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন দেশকে স্বাধীন করার জন্য। তাঁর কল্যাণেই আমরা স্বাধীন দেশ পেয়েছি। স্বাধীন দেশে স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারছি। তিনি নিজ যোগত্যায় হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর শ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিল দেশপ্রেম। আমাদের সে আর্দশকে ধারণ করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশকে সোনার বাংলা গড়ার প্রতিজ্ঞা নিতে হবে। সেই সাথে শিশুদের প্রতি তাঁর যে ভালোবাসা, সেই মানবিক গুণগুলো আমাদের হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। সভাটি সঞ্চালনা করেন বিএফআরআই এর পাবলিসিটি অফিসার জনাব এয়াকুব আলী।

গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার

জনাব মোঃ শাহ আলম এর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার জনাব মোঃ শাহ আলম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর পিএইচডি এর শিরোনাম হলো "Present Status and Traditional Use of Medicinal Plants and Wild Edible Fruits of Bandarban Hill District, Bangladesh"। গত ০৭-০২-২০২৩ খ্রি. অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় তাঁর পিএইচডি ডিগ্রি অনুমোদন করা হয়। পিএইচডি গবেষণার জন্য তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "National Agricultural Technology Program Phase–II" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ফেলোশীপ লাভ করেন। মোঃ শাহ আলম এর পিএইচডি গবেষণার সুপারভাইজার ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহফজুর রহমান এবং কো-সুপারভাইজার ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়নমেন্টাল সাইন্সেস এর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামাল হোসাইন। উক্ত গবেষণার ফলাফল থেকে পার্বত্য এলাকায় ঔষধি উদ্ভিদ এর প্রাপ্যতা ও স্থানীয় নৃগোষ্ঠী কর্তৃক ঔষধি উদ্ভিদের লোকজ ব্যবহার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়াও পাহাড়ি জনগোষ্ঠী কর্তৃক ভক্ষণযোগ্য বন্য ফলের উপর প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। যার ফলশ্রুতিতে পার্বত্য এলাকায় ঔষধি উদ্ভিদ ও ভক্ষণযোগ্য বন্য ফলের উপর যুগোপযোগী সুদূরপ্রসারী গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব।

যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

শহিদবেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন পরিচালকসহ বিএফআরআই এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি. এর প্রথম প্রহরে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউ এর পরিচালক ড. রফিকুল হায়দায়ের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে ভাষা শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিএফআরআই এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এর পরে বিএফআরআই এর ক্যাম্পাস এলাকায় অবস্থিত শহিদ সিপাহি মফিজুল ইসলাম এর সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়।

বিএফআরআই এর পরিচালক তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, অমর একুশের চেতনা এখন বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অনুপ্রেরণার উৎস। তবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সঠিক চর্চা ও সংরক্ষণে আমাদের আরও বেশি পরিশ্রমী হতে হবে। তাই উন্নত বিশ্বের সঙ্গে অগ্রগতির ধারা বজায় রাখতে আমাদের বর্তমান প্রজন্মকে বিভিন্ন ভাষায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে হবে, যা আন্তর্জাতিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন আমাদের নিজস্ব ভাষার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের পাশাপাশি বহুভাষা শিক্ষার মাধ্যমে একটি টেকসই ভবিষ্যৎ গড়তে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। তাই অমর একুশের চেতনাকে ধারণ করে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হোক, বৈষম্যহীন বর্ণিল পৃথিবী গড়ে উঠুক-শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

ঔষধি গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ কুরচি

ফুল ও ফলসহ কুরচি গাছ

কুরচি Apocynaceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত একটি পত্রমোচী বৃক্ষ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Holarrhena pubescens*. ইংরেজিতে একে Bitter Oleander অথবা Easter Tree নামে ডাকা হয়। কুরচি নামটি বাংলা। প্রচলিত নাম ইন্দ্রযব। পাহাড় পর্বতে এই গাছটি পাওয়া যায় বলে এর অন্য নাম গিরিমল্লিকা। এ ছাড়া কুরচি গাছটি কুটজ, ইন্দ্রজা, তিতা ইন্দ্রজা, ইন্দ্রজাভা, ইন্দ্রজৌ, বৎসক, কলিঙ্গ, প্রাবৃষ্য, শক্রপাদপ, মহাগন্ধ ইত্যাদি নামে পরিচিত। কুরচির আদি বাসস্থান মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতীয় উপমহাদেশ, ইন্দোচীন এবং চীনের কিছু অংশ। এটি পেটের রোগের জন্য একটি দুর্দান্ত ওষুধ এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় টিংচার হিসেবে এর ব্যবহার রয়েছে।

কুরচির ৬-৭টি প্রজাতি জন্মায়। তবে বাংলাদেশ ও ভারতে জন্মানো এই প্রজাতিটি ৬-৭ মিটার উঁচু হয়। এটা মাঝারি ধরনের গাছ। শুভ্রতা ও সুগন্ধিতে এই ফুল অনন্য। কাণ্ড সরল, বাকল অমসৃণ ও হালকা ধূসর রঙের। এর পাতা বেশ বড়ো। পাতার আকার ৬-৭ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয় এবং ১২ থেকে ২২ ইঞ্চি পর্যন্ত চওড়া হয়ে থাকে। পাতা লম্ব-ডিম্বাকাকৃতির, মসৃণ এবং উভয়ের বিপরীত দিকে সমভাবে বিন্যস্ত থাকে। শীতকালে পাতা ঝরে যায়। পাতাহীন ডালে ছোটো ছোটো থোকায় সাদা সুগন্ধি ফুল ফুটে থাকে। ফাল্গুনের শেষভাগে দু-এক স্তবক কচি পাতার সঙ্গে ফুল ফোটে এবং শরৎকাল পর্যন্ত কিছু গাছে ফুল দেখা যায়। ফুল আকারে ২-৩ সে.মি. হয়। ফুলের ২-৩ সে.মি. লম্বা নলের আগায় ৫টি পাপড়ি থাকে। ফুলের নিচের অংশ নলাকৃতির, উপরটা মুক্ত পাপড়িতে ছড়ানো। ফুলের বৃত্যাংশও ৫টি। এর ফল সজোর ও দেখতে সরু হয়। ফলের আকার ২০-৩৫ সে.মি. দৈর্ঘ্য ও ৫-৬ মি.মি. প্রস্থ। বীজের আকার ১-১.৩ সে.মি.। বীজের চারপাশে বাদামি রোম জড়ানো। বীজ ও শিকড় থেকে গজানো চারার মাধ্যমে এর বংশবিস্তার হয়।

আমাদের দেশে ভেষজ উদ্ভিদ হিসেবে কুরচি বেশ পরিচিত। কুরচির ছালে রয়েছে হোলডিনেমাইন, কুরচাসিন, কোনিমাইন, হোলডিসিন আর সিটেস্টরল নামক অ্যালকালয়েড। ফুল, বাকল ও ফল থেকে মেলে আমাশয়ের, ডায়রিয়া ও রক্তপিত্তের ওষুধ। তাছাড়া ফুল রক্তদোষে, পাতা বাত ও ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসে, বীজ অর্শ ও একজিমায় উপকারী। হাঁপানি রোগে শিকড়ের রস দারুণ উপকারী। কোষ্ঠকাঠিন্য, প্রস্রাবের জ্বালা-পোড়া, কৃমিরোগ ও মুখের ঘায়ে এর শিকড়, পাতা ও বাকল খুব কার্যকর। আমাদের দেশে সর্পদংশন এবং বিছার কামড়েও এ গাছের বাকল ব্যবহার করা হয়। এর নরম কাঠ থেকে খেলনা তৈরি করা হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সচেতনতার অভাব, বৃক্ষনিধন ইত্যাদি নানাবিধ কারণে এ উপকারী ঔষধি গাছটি পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। তাই ঔষধি গুণসম্পন্ন উদ্ভিদটির বিস্তার ও সংরক্ষণে আমাদের সবার যত্নবান হওয়া উচিত।

উৎস: বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

লক্ষ্মীপুর ও চাঁদপুর জেলায় তালের চারা উত্তোলন, রোপণ ও পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ৫ মার্চ ২০২৩ খ্রি. লক্ষ্মীপুর জেলায় এবং ০২ মার্চ ২০২৩ খ্রি. চাঁদপুর জেলায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত 'তালের চারা উত্তোলন, রোপণ ও পরিচর্যা' বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

বিএফআরআই এর সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মোঃ মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুর জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আনোয়ার হোছাইন আকন্দ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালী উপকূলীয় বন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব মোঃ ফরিদ মিয়া ও লক্ষ্মীপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব নুর ই আলম। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার ড. ওয়াহিদা পারভীন। লক্ষ্মীপুর জেলার কৃষি বিভাগের ৩০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, বন বিভাগের মাঠ পর্যায়ের ২০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী, নার্সারি মালিক, এনজিও প্রতিনিধি ও সাংবাদিক প্রতিনিধিসহ মোট ৬৬ জন কর্মশালাটিতে অংশগ্রহণ করেন। লক্ষ্মীপুর জেলা প্রশাসনের সহায়তায় বিএফআরআই কর্তৃক আয়োজিত উক্ত কর্মশালায় প্রধান ও বিশেষ অতিথিগণ উপকূলীয় জেলা হিসেবে এরুপ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লক্ষ্মীপুর জেলাকে ভেন্যু হিসেবে গ্রহণ করায় বিএফআরআই কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে তালগাছ বনায়নের গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন। সভাপতি মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এবং উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণকারীগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। তিনি তাঁর সমাপনী বক্তব্যে কর্মশালা আয়োজনে সার্বিক সহায়তা প্রদান করার জন্য লক্ষ্মীপুর জেলা প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

লক্ষ্মীপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা

চাঁদপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা

চাঁদপুর জেলায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বিএফআরআই এর সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান। কর্মশালায় জেলা প্রশাসকের পক্ষে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এ.এস.এম. মুসা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপরিচালক ড. সাফয়েত আহমেদ সিদ্দিকী ও কুমিল্লা বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আলী। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, বন বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, নার্সারি মালিক, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিকসহ মোট ৬৫ জন অংশগ্রহণকারী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি তাঁদের বক্তব্যে বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের প্রশংসা করেন এবং বিশেষ করে বজ্রপাত হতে রক্ষায় তালগাছের গুরুত্বের কথা বিবেচনায় তাল গাছের চারা রোপণ বিষয়ক প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি

উপদেষ্টা : ড. রফিকুল হায়দার	- পরিচালক	অসীম কুমার পাল	- আহ্বায়ক
ড. ওয়াহিদা পারভীন	- সদস্য সচিব	মোঃ এমদাদুল হক	- সদস্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
E-mail : editorbfrinewsletter@gmail.com, web : www.bfri.gov.bd
ফোন : +৮৮-০২৩৩৪৪৮১৫৭৭, +৮৮-০২৩৩৪৪৮২৫৮৬